# একাদশে ভর্তির আবেদন শুরু ৩০ জুলাই, এবারও থাকছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশিত: ১৯:০৯, ২৪ জুলাই ২০২৫

চলতি বছরের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালা অনুযায়ী এবারও তিনটি ধাপে ভর্তির আবেদন নেওয়া হবে। প্রথম ধাপে অনলাইন আবেদন শুরু হবে আগামী ৩০ জুলাই।

এবার একাদশ শ্রেণির ভর্তির অনলাইন আবেদন ফি বেড়েছে। প্রকাশিত নীতিমালায় এ বছর ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২২০ টাকা। গত শিক্ষাবর্ষে আবেদন ফি ছিল ১৫০ টাকা। সেই হিসাবে এবার ফি বেড়েছে ৭০ টাকা। এবারও এসএসসির ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। পছন্দের সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ আবেদনে রাখা যাবে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ নীতিমালা প্রকাশ করা হয়। এতে সই করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-১ শাখার উপসচিব মো. আব্দুল কুদ্দুস।

তবে এবারও মুক্তিযোদ্ধার ৫ শতাংশ কোটা বহাল রেখেছে মন্ত্রণালয়। এর বাইরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ২ শতাংশ কোটা পাবেন। আর গতবারের মত মেধায় ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

জানা যায়, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে প্রথম ধাপে আবেদন নেওয়া হবে ৩০ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। ১২ আগস্ট আবেদন যাচাই, বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা

হবে। ১৩ ও ১৪ আগস্ট শুধুমাত্র খাতা চ্যালেঞ্জে ফলাফল পরিবর্তন হওয়া শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন। প্রথম ধাপে আবেদনকারীদের ১৫ আগস্ট কলেজ পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময় দেওয়া হবে। এরপর ২০ আগস্ট রাত ৮টায় ফল প্রকাশ করা হবে।

২২ আগস্ট প্রথম ধাপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিশ্চয়নের সুযোগ দেওয়া হবে। যারা প্রথম ধাপে নির্বাচিত হয়েও নিশ্চয়ন করবেন না, তাদেরকে দ্বিতীয় ধাপে পুনরায় ফি দিয়ে আবেদন করতে হবে। ২৮ আগস্ট শিক্ষার্থীদের কলেজ পছন্দক্রম অনুযায়ী প্রথম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে।

একই দিনে (২৮ আগস্ট) রাত ৮টায় দ্বিতীয় ধাপের আবেদনের ফল প্রকাশ করা হবে। ২৯ ও ৩০ আগস্ট দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিতদের নিশ্চয়ন করতে হবে। ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় ধাপে আবেদন নেওয়া হবে। ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে। একই দিন (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে তৃতীয় ধাপের ফল প্রকাশ করা হবে। ৪ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ন করতে পারবেন। এ ধাপেও কোনো শিক্ষার্থী নিশ্চয়ন না করলে তার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫ সেপ্টেম্বর সবশেষ মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে। এরপর তিন ধাপে নির্বাচিতদের চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভর্তি চলবে ৭-১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর পরের দিন ১৫ সেপ্টেম্বর একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে। অনলাইনে আবেদন ছাড়া ম্যানুয়ালি কোনো কলেজে ভর্তি করা যাবে না।

নীতিমালা অনুযায়ী, আগের মতো এবারও একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে কোনো পরীক্ষা বা লটারি হবে না। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পছন্দক্রম অনুযায়ী কলেজ বরাদ্দ দেওয়া হবে। তবে ঢাকার নটর ডেম কলেজসহ

কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ফি জমা দিয়ে সর্বনিম্ন পাঁচটি ও সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দক্রম দিয়ে আবেদন করতে পারবে।

একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবেন, তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কারিগরি সহায়তায় এবারও কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে এ ভর্তির কাজ সম্পন্ন করা হবে।